যুগান্তর

তারিখ ...09 OCT 2017...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৬...

হোল্ডিং ট্যাক্স দিচ্ছে না ১৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মতিন আবদুল্লাহ

বছরের পর বছর হোল্ডিং ট্যাক্স দিচ্ছে না ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন ১৪টি নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ডিএনসিসির পাওনা প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা। বারবার রাজস্ব বিভাগের অফিসারদের পাঠিয়ে এমনকি লিখিত তাগাদা দেয়ার পরও বকেয়া ট্যাক্স পরিশোধ করছে না প্রতিষ্ঠানগুলো। বাধ্য হয়ে বিষয়টি নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে সিটি কর্পোরেশন। আদালতের নির্দেশে ক্রোকি পরোয়ানাও জারি করেছে ডিএনসিসি। তাতেও কাজ হয়নি। অবশেষে দ্রুততম সময়ে বকেয়া টাকা আদায় করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে ডিএনসিসি। একই অবস্থা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনেও। যেসব প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ট্যাক্স দিচ্ছে না তাদের তালিকা করতে মাঠে নেমেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)।

> পাওনা পৌনে তিন কোটি টাকা
>
> নিরুপায় হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ ডিএনসিসি

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানান, তাদের আওতাধীন ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে দুই কোটি ৭৭ লাখ ৯৯ হাজার টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া। এ টাকা আদায়ের জন্য বছরের পর বছর তাগাদা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা তা পরিশোধ করছেন না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ডিএনসিসি নিরুপায় হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ধরনা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় বকেয়া পরিশোধ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছে। দ্রুত সময়ে এ টাকা পরিশোধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হুশিয়ারি দিয়েছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেসবাহুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'ডিএনসিসি একটি সম্পূর্ণ নাগরিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। রাজস্ব খাত থেকে অর্জিত আয় দিয়ে নগরীর সড়ক উন্নয়ন, মেরামত, সড়কবাতি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণসহ সব ধরনের পৌর সেবামূলক কাজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বেশ কিছু স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবত কর্পোরেশনের হোল্ডিং কর পরিশোধ করছে না। এ কারণে ডিএনসিসির রাজস্ব হ্রাস পাচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'বকেয়া পৌর কর পরিশোধের জন্য ডিএনসিসির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বরাবর বর্তমান অর্থ বছরের শুরুতেই বিল বই প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া হলেও বকেয়া পৌর কর পরিশোধ করেনি তারা। বিভিন্ন খেলাপি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোকি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধায় ডিএনসিসি বেশ নমনীয়তা দেখিয়েছে। কিন্তু আর কত। তাই নিরুপায় হয়ে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ দিতে আবেদন করেছি।' ডিএনসিসি সূত্রে জানা যায়, রাজউক উত্তরা স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাছে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ৪৭ লাখ ছয় হাজার ৮৬৪ টাকা, স্কলাসটিকা স্কুলের কাছে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বকেয়া সাত লাখ ১১ হাজার ৯৭৯, উত্তরা স্কুল ও কলেজের কাছে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ৫১ লাখ ৪ হাজার ৩৮৯, পল্লবী হাইস্কুলের কাছে ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ৮৬ হাজার ৫০৩, মিরপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর থেকে বকেয়া এক লাখ ২৯ হাজার ১২০, মনিপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের কাছে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ৭২ লাখ ৯৮ হাজার ৫৮, মনিপুর স্কুলের কাছে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ৩ লাখ ৬ হাজার ৯৩৬, মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ১৪লাখ ৬৫ হাজার ২৪০, আলীম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে বকেয়া দুই লাখ ৩১ হাজার ৬৫৯, সরকারি বাঙলা কলেজের কাছে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

হোল্ডিং ট্যাক্স দিচ্ছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে বকেয়া ৬ লাখ ৩০ হাজার ৭৮৮, এমকেএম হিউম্যান স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কুলের কাছে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পাওনা ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৯৪৪, মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজের কাছে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পাওনা ১৭ লাখ ৮৪ হাজার, হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাছে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে পাওনা ২৪ লাখ ৫৩ হাজার ৯৫২ এবং আলহাজ মকবুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের কাছে ২০০১-২০০২ অর্থ বছর থেকে পাওনা ২০ লাখ ১৫ হাজার ৫৮০ টাকা।

ডিএনসিসির অভিযোগ প্রসঙ্গে মিরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদ আলম যুগান্তরকে বলেন, 'সিটি কর্পোরেশন আমাদের কি এমন সেবা দিচ্ছে যে, তারা আমাদের স্কুলের কাছে ১৪ লাখ টাকা পাবে? দুই বছর ধরে আমি এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছি। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তেমন কোনো সেবাই আমার চোখে পড়েনি।'

তিনি আরও বলেন, 'এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কোনো নির্দেশনা পেলে সেটা বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিক সমাধানের চেষ্টা করব।'

উত্তরা স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফরিদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'গত কয়েক বছর আমাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে কিছুটা ঝামেলা গেছে। এ কারণে সব কিছু ঠিকঠাক মতো করা সম্ভব হয়নি। তবে নতুন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এসব বিষয় খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্সের বকেয়া পরিশোধ করতে পারব।' জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক) সালমা জাহান যুগান্তরকে বলেন, 'ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে পৌর কর পরিশোধ না করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যথাশিগগির বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দিতে মাউশিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এরপরও যারা হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করবে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা মাউশিতে পৌঁছেছে বলে মনে করতে পারছি না। তবে এসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা পৌঁছলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'